Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা :নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লিজা আক্তার

রোলঃ 23090120033

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

পর্দা :নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

লিজা আক্তার

রোলঃ 23090120033

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ পর্দা :নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে লিজা আক্তার, আইডিঃ 23090120033 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আলী হাসান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " পর্দা :নিপীড়নের প্রতীক না নারীর মর্যাদা? পশ্চিমা প্রোপাগাণ্ডার জবাব " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: সাইফুদ্দীন শাকিল উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Liza Akter

(স্বাক্ষর)

লিজা আক্তার

আইডিঃ 23090120033

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

নারীর স্বাধীনতা 5

চেহারার পিছনে হায়্যুন 10

সাজসজ্জা হোক স্বামীর জন্য 11

বিদেশিরাই কি স্মার্ট 12

লজ্জাহীন মানেই ব্যক্তিত্বহীন 14

নারীর স্বাধীনতা

স্বাধীনতা... এমন একটা শব্দ যা প্রত্যেক আদম সন্তানের পছন্দনীয় তালিকার একটি। কেউ বলার স্বাধীনতা চাই, কেউ ঘোরার স্বাধীনতা চাই, কেউ বা নিজেকে প্রদর্শন করতে চাই নিজের বাহ্যিক সৌন্দর্য দ্বারা।

এখন আসি,স্বাধীনতার প্রকারভেদ নিয়ে,প্রত্যেকটা জিনিসেরই দুটা সাইড থাকে, একটা ভালো আরেকটা খারাপ দিক। স্বাধীনতার ক্ষেত্রেও তাই, আপনার সন্তান যদি এখন আপনার কাছে মদ পান করার স্বাধীনতা চাই,অবশ্যই আপনি এর অনুমতি কখনোই দিতে চাইবেন না। কেননা আপনি জানেন যে আপনার ছেলে মদ পান করা তার জীবনকে ধ্বংস করে দিবে। এখন হয়তো আপনার নিষেধাজ্ঞা তার ভালো নাই লাগতে পারে,তারপর ও আপনি আপনার ছেলের ভালো মন্দ নিয়ে চিন্তিত। এখন আসি,আপনার রব যিনি আপনাকে সহ আসমান জমিনের প্রত্যেকটা জিনিস নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন, যেখানে আপনি আপনার ছেলের বাবা হয়ে এতো চিন্তিত, তাহলে আপনার রব কি জানেন না আপনার জন্য কোনটা উত্তম আর কোনটা অনুত্তম। আল্লাহ কোরআনে বলেন,

وَ عَسٰۤی اَنۡ تَکۡرَہُوۡا شَیۡئًا وَّ ہُوَ خَیۡرٌ لَّکُمۡ ۚ وَ عَسٰۤی اَنۡ تُحِبُّوۡا شَیۡئًا وَّ ہُوَ شَرٌّ لَّکُمۡ ؕ وَ اللّٰہُ یَعۡلَمُ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَعۡلَمُوۡنَ ﴿۲۱۶﴾

বস্তুতঃ তোমরা এমন বিষয়কে অপছন্দ করছ যা তোমাদের পক্ষে বাস্তবিকই মঙ্গলজনক, পক্ষান্তরে তোমরা এমন বিষয়কে পছন্দ করছ যা তোমাদের জন্য বাস্তবিকই অনিষ্টকর এবং আল্লাহই (তোমাদের ভাল-মন্দ) অবগত আছেন এবং তোমরা অবগত নও।

(সুরা বাকারা:২১৬)

ঠিক তেমনি নারীদের জন্য পর্দার বিধান দেওয়ার পিছনেও নিশ্চয়ই আল্লাহ কল্যাণ রেখেছেন। অথচ দুনিয়ার স্বার্থে অধিকাংশ মানুষ এই বিধান লঙ্ঘন করে থাকে। স্বাধীনতার লোভ দেখিয়ে আমাদের মা বোনদের বেপর্দায় ঘর থেকে বের করছে। অথচ আমাদের মা বোনরা জানে না বা বোঝার চেষ্টা করেনা যে শেয়াল মুরগী ধরার জন্য নতুন ফাঁদ পেতেছে ।

যে স্বাধীনতা তোমাকে ভোগ্যপণ্য বানায়। তুমি কি স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য এত লড়াই করছো? হে নারী, তুমি কি নিজেকে এত সস্তা মনে করো? এখনো সময় আছে, ফিরে এসো। সবকিছু হারার পর আফসোস করা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকবে না।

তুমি কি নিজেকে স্বাধীন মনে করো? আসলেই কি তুমি স্বাধীন? তোমার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কি তোমার অধীনে আছে? তোমার প্রতিটি অঙ্গ দিয়ে কি মন যা চাই, তাই করতে পারবে? এর কি কোনো হিসাব হবে না? ব্যক্তিগতভাবে কি তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন?
কে শেখালো এই ব্যক্তি-স্বাধীনতার বুলি?

তুমি কি জানো তোমার মাথায় কিসের ভূত চেপেছে? সেক্যুলারিজম...
ইসলামে আল্লাহ যা কিছু ফরজ করেছে, তা প্রত্যেকের জন্য পালন করা অত্যাবশ্যক। মুসলিম হতে গেলে এই ফরজ হুকুমগুলো অবশ্যই পালন করতে হবে। ইচ্ছে হল মানবো,ইচ্ছে হলে মানবো না,এমনটা করার সুযোগ নেই। আল্লাহর বান্দা হিসেবে ফরজ বিধানগুলো মানতে আমরা সবাই বাধ্য। হিজাব তেমনি একটি ফরজ বিধান। এটা আমাদের কোনো ব্যক্তিগত বিষয় নয়। আর ইসলামে ব্যক্তি-স্বাদীনতা বলতে কিছু নেই। ইসলামে ব্যক্তি-স্বাধীনতা বলতে কিছু নেই। ইসলামে কেউই স্বাধীন নয়। সবাই এক হুকুমের অধীনে পরিচালিত হয়।

اَفَغَيْرَ دِيْنِ اللهِ يَبْغُوْنَ وَ لَهٗٓ اَسْلَمَ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَّ كَرْهًا وَّ اِلَيْهِ يُرْجَعُوْنَ

তাহলে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে।
(সুরা ইমরান-৮৩)

তুমি,আমি, আমরা কেউই নিজের মালিক না। এমনকি আমাদের নবিজিও নিজেই নিজের মালিক নন। তিনি ও রাজাধিরাজ আল্লাহর দাস। আমরা সকলেই মহান রবের অধীন। বাহ্যিকভাবে হয়তো আমরা কারো অধীনস্থ নই,কিন্তু ভেতরগত দিক থেকে আমরা সম্পূর্ণ অধীন। একজন নির্দিষ্ট সত্তাকে কেন্দ্র করেই আমাদের জী পরিচালিত হয়। আমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ থেকে শুরু করে কোষের প্রতিটি উপাদান একজন সত্তার হুকুমেই তাদের কাজ চালু রাখে। কেউই আমরা স্বাধীন নয়। স্বাধীন নয় আকাশে উড়ে চলা পাখির ঝাঁক ও।

আমরা চাইলেই নিজেদের ইচ্ছেমতো বেঁচে থাকতে পারবো না। পারবো না নিজেদের বয়সটাকে আটকে রাখতে। যতই চেষ্টা করি না কেন, আমাদের যৌবন চিরস্থায়ী হওয়ার নয়। একদিন ঠিক মৃত্যু আমাদের দরজায় কড়া নাড়বে।

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ؕ وَ اِنَّمَا تُوَفَّوْنَ اُجُوْرَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ؕ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ؕ وَ مَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ

সমস্ত জীবই মৃত্যুর আস্বাদ গ্রহণ করবে; এবং নিশ্চয়ই উত্থান দিনে তোমাদেরকে পূর্ণ প্রতিদান দেয়া হবে; অতএব যে কেহ জাহান্নাম হতে বিমুক্ত

হয় এবং জান্নাতে প্রবিষ্ট হয় - ফলতঃ নিশ্চয়ই সে সফলকাম; আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত আর কিছুই নয়।
(সুরা আল-ইমরান-১৮৫)

স্বাধীনতার নামে কেন তুমি নিজের অঙ্গ প্রত্যেঙ্গের ওপর জুলুম করছো। নিজেদেরকে কেন পরপুরুষের ভৌগ্যসমগ্রী বানাচ্ছো? অথচ তোমার অঙ্গগুলো নন মারহামের থেকে আড়াল থাকতে চেয়েছিল, সেগুলো আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে জানাচ্ছে এবং চিৎকার করে বলছে, " হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে এই পাপিষ্ঠ নারী থেকে হেফাজত করো। আমাদেরকে তুমি তোমার হুকুম মানার আদেশ করেছিলে, অথচ এই মেয়ে আমাদেরকে তা করতে বাধা দেয়। হে আল্লাহ তুমি আমাদেরকে বাঁচাও এবং রক্ষা করো।"

দেহের আর্তনাদ হয়তো তোমার কানে পৌছবে না,কিন্তু আস-সামিউন বাসীরের নিকট ঠিকই পৌছে যায় তাদের আর্তনাদ। আজ হয়তো দেহ তোমার কথামতো চলছে কিন্তু কেয়ামতের দিন আল্লাহর হুকুমেই তাদের জবান খুলে দেওয়া হবে।

يَّوۡمَ تَشۡهَدُ عَلَيۡهِمۡ اَلۡسِنَتُهُمۡ وَ اَيۡدِيۡهِمۡ وَ اَرۡجُلُهُمۡ بِمَا كَانُوۡا يَعۡمَلُوۡنَ

যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহবা, তাদের হাত এবং তাদের পা তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে -
(সুরা নুর-২৪)

তাই দিনশেষে একটাই কথা,নিজের নফসের খায়েশ মেটানোর জন্য যে স্বাধীনতা তুমি চাচ্ছো, তা তোমাকে শুধুমাত্র একটায় জায়গায় নিয়ে যেতে পারে, তা হলো জাহান্নামের লেলিহান আগুন।।

চেহারার পিছনে হায়্যেন

দুনিয়ায় কত রকমের প্রাণী বসবাস করে, কিছু কিছু প্রাণী এমন আছে যারা দলবেঁধে নেমে পড়ে রণক্ষেত্রে শুধুমাত্র খাদ্য যোগানের জন্য। তারা এমন জিনিসের দিকে হাত বাড়ায়,যেগুলো খোলামেলা, দৃশ্যমান।

এতক্ষণে হয়তো বুঝে গেলেন,কোন প্রাণীর কথা বলছি....পিপীলিকা... মানুষের মধ্যেও এমন স্বভাবজাত মানুষ আছে যারা বেপর্দা নারীদের দিকে এমনভাবে তাকায় যেন মনে হয়,এখন পেলেই খেয়ে নিবে। তারা শিকারের আশায় উঁকি মেরে বসে থাকে। তুমি যে ফ্রী-মিক্সিমের মধ্যে আছো,তার মধ্যে হয়তো কাউকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করছো,তার আসল পরিচয় কি তুমি জানো? তার চেহার পিছনে কি লুকিয়ে আছে তুমি কি বলতে পারবে?

যে ছেলে তোমার সৌন্দর্যের প্রশংসা করে সে তোমার দিকে কোন নজরে তাকিয়েছে তুমি কি বলতে পারবে? অথচ তুমিই কিনা তাকে এতো বিশ্বাস করে তোমার সবটা দিয়ে দিচ্ছো,সে তোমার সাথে যা করছে,সে কি চাইবে তার বোনের সাথে অন্য কেউ এসে সেই একই কাজটি করুক?
কখনো না,কারণ সে ভালো করেই জানে সে কি করছে, মানুষ রুপে সে যে হায়েনা হয়ে যায়, তা তুমি নিজেই টের পাবে যখন সে তোমাকে ব্যবহার করার পর ছুড়ে ফেলে দিবে।তাই এখনও সময় আছে সাবধান হও,

সাজসজ্জা হোক স্বামীর জন্য

নারীরা সাজগোজ করতে একটু বেশি পছন্দ করে, এতে দোষের কিছু নেই। বরং এটা নারীত্বকে পূর্ণ করে। কিন্তু গণহারে সবার সামনে সাজগোজ করে নিজেকে প্রদর্শন করা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। এর মধ্যেই নারীদের জন্য খয়র রয়েছে। নারী তার সাজসজ্জা একমাত্র তার স্বামীর সামনেই প্রদর্শন করবে। কেননা স্বামীর সামনে নারীর কোনো পর্দার জরুরত পরে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআ'লা কোরআনে বলেছেন,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَ اَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ﴿١٨٧﴾

তারা (নারীরা) তোমাদের পোশাকস্বরুপ আর তোমরা তাদের পোশাকস্বরুপ। (সুরা বাকারা-১৮৭)

তাই নারীর যেভাবে ইচ্ছা সে তার স্বামীর সামনে নিজেকে সেভাবে সজ্জিত করতে পারবে, তাতে কোনো সমস্যা নেই।

তাছাড়া সে মারহাম বা অন্য কোনো নারী যেমন মা, বোন,বান্ধবী এদের সামনেও নিজেকে সজ্জিত করতে পারবে। কিন্তু এই সীমা এতটুকুর মধ্যেই থাকুক। সীমা অতিক্রম করে গয়রে মারহাম পর্যন্ত যাওয়া যাবেনা।

বিদেশিরাই কি স্মার্ট

মানুষ এক অনুকরণপ্রিয় সৃষ্টি। আমরা স্রোতে ঘা ভাসাতে পছন্দ করি বেশি। তাইতো আমাদের আশেপাশের লোকেরা কি করছে না করছে এগুলো নিয়ে ভাবতে ভাবতে আমাদের নাজেহাল। তাইতো আমরা ফেসবুক স্ক্রল করছি মানুষের লাইফস্টাইল দেখার জন্য। শুধু তাই না, তাদের লাইফস্টাইল দেখে আমরা অনুপ্রাণিত হচ্ছি এবং তাদের মতো হওয়ার জন্য চেষ্টা করছি, সেটা নিজের নৈতিকতার সাথে যুদ্ধ করে হোক অথবা নিজের ইজ্জত বিসর্জন দিয়ে হোক। আমরা নিজেরাও জানিনা আমরা কি করছি। পাশ্চাত্যেরা যা করে তাই ঠিক, বাকি সবকিছু ভুল। পাশ্চাত্যকেই আমরা মুল গ্রন্থ বানিয়ে নিচ্ছি দিন দিন। তারা কিভাবে খাচ্ছে, আমাদের ও সেভাবে খাওয়া লাগবে। তারা কি পরিধান করছে, ঐরকমই আমাদের আউটফিট চাই। তাদেরটা বেস্ট।

অথচ আমরা রাসূলের হাদিসের কথা ভুলেই গিয়েছি।তিনি বলেছেন,

যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের কৃষ্টি কালচার অনুসরণ করবে,সে তাদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য হবে এবং যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়কে মহব্বত করবে,তাদের সাথে তার হাশর হবে।

(সুনানে আবু দাউদ:হাদিস নং-৩৫১৪)

দুনিয়ার সবচেয়ে স্মার্ট ব্যক্তি কে ছিলো জানো?কে সবচাইতে বেশি গায়রতবানওয়ালা ছিলো যে তার স্ত্রীদের অন্ধ এক ব্যক্তির সামনে পর্যন্ত আসতে নিষেধ করেছিলেন।তিনি আর কেউ নন,আমার প্রিয় নাবী মুহাম্মদ

সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যার জন্য আমার জান কোরবান,মহব্বত যদি করতেই হয়,তাঁকেই করতে হবে।

এমন লোকদের নয়,যারা ইসলাম ত্যাগ করেছে,যদি আমরা তাদেরকে অনুরণ করতে যায়,তাহলে আমরা নিজেদের হাতে নিজেদের ভবিষ্যতকে হত্যা করছি,আর কিছু না।

লজ্জাহীন মানেই ব্যক্তিত্বহীন

বিনয়ী মানুষকে যেমন সবাই পছন্দ করে, যার মধ্যে লজ্জা আছে সেও সবার কাছে প্রিয়। নির্লজ্জ হয়ে সেজেগুজে সবাইকে দেখানোতে সৌন্দর্য ফুটে ওঠেনা বরং লজ্জাই নারীর সৌন্দর্য।

“নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বস্তুকে কুশ্রী করে তোলে। আর লজ্জা বস্তুর সৌন্দর্য বাড়িয়ে দেয়”
(তিরমিজি, আস-সুনান,১৯৭৪;হাসান গরীব)

প্রকৃতপক্ষে লজ্জাই হলো সৌন্দর্যের মূলমন্ত্র। এর বাইরে নারী যতই অপরুপ রুপে সাজুক না কেন, কোনো লাভ হবে না। সবার আগে দরকার লজ্জা । লজ্জা নিজ চরিত্রকে ভালো করার একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য। লজ্জার মধ্যে দিয়েই আত্মসম্মান ফুটে ওঠে। যে এই গুণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে, সে সকল কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। আর যে এই নিয়ামতের অধিকারী হয়েছে,তাকে সম্মানিত করেছেন স্বয়ং আল্লাহ

“লজ্জা ঈমানের অঙ্গ, আর ঈমানের জায়গা হলো জান্নাত। নির্লজ্জ ও ব্যক্তিত্বহীন লোকেদের স্থান জাহান্নাম।কারণ তারা কখনোই ভালো কাজে অগ্রগামী হয় না,এবং অন্যকেও ভালো কাজের আদেশ করে না,ঠিক লজকাটা শেয়ালের মতো।